

Security experts share tips at conference

Know cybercrimes and how to stay safe

OUR SPECIAL CORRESPONDENT

Calcutta: Video-call black-mails, loan fraud apps, and duping people with threats of disconnecting power supply and into sharing device screens have become the most reported frauds, security experts said at a recent conference on cybercrime.

Senior cybercrime experts and police officers who attended the conference said it was important for professionals and others to remain cautious against cybercrimes and hackers.

Here is a list of the various types of cyber frauds most frequently reported to law enforcement agencies and the ways to counter them.

■ **Video-call blackmail:** Experts said one of the most reported cases of cybercrime in the recent past has been "video-calling for blackmail".

"In this type of fraud, fraudsters approach their targets through social media from fake profiles and befriend them. Then they start video-chatting and take a screenshot of the conversation. The victim's picture in the screenshot is then morphed with the picture of a nude person. The victim is then blackmailed for money with the threat that the morphed picture would be published on social media," said Sandeep Sengupta, director, Indian School of Anti-Hacking (ISOAH), who was one of the attendees at the

ONLINE SAFETY

- Do not share OTP with strangers
- Do not install remote access apps on being told by strangers
- Do not install loan apps
- Keep front camera of mobile phone covered with a sticker
- Never accept friendship requests from an account where the oldest uploaded photo is not more than a month old
- Activate two-factor authentication for your email and social media accounts
- In case of any fraud, inform cops and the bank immediately

cyber security programme organised by the Calcutta Chamber of Commerce.

Sengupta said the solution is to cover the front camera of the phone with a sticker. "Even if a video call starts accidentally, they cannot see you. If you fall victim to such a fraud, just WhatsApp them that you have sent their number to the police cyber cell and block the number," Sengupta said.

■ **Loan-app fraud:** According to police records, many persons fall prey to loan app frauds by downloading loan apps and allowing access to the personal details stored on

their phones.

"While downloading a loan app, the software seeks permission for gaining access to the image gallery, contact list and location of your phone. Many apps cannot be installed unless the user grants the permission. Ideally, one should not download such apps," Sengupta said.

In this type of fraud, the data accessed by the loan app software are used to contact persons on the "contact list" for sharing misinformation about the victim and blackmailing him or her to shell out money.

■ **Screen-sharing fraud:** "Fooling the victim into screen sharing is the easiest way to gain access to his or her phone. Fraudsters send messages to their victims telling them that their electricity bill is pending and the supply will be disconnected within hours if the dues are not paid by clicking a link in the message. Once the link is clicked, the fraudsters get access to the screen of the victim's device and the data stored on it. The data is then used to transfer money from the victim's account," a cyber security expert said on the sidelines of the event. "Such fraudulent messages, containing similar links, also ask for urgent KYC updation," the expert said.

Hari Kishore Kustumakar, special commissioner of police, Calcutta, attended the event and emphasised the need to create awareness on cybercrimes.

'Be cautious, stay safe from cyber frauds'



OUR CORRESPONDENT

KOLKATA: Special Commissioner of Police (Spl. CP), Kolkata, Hari Kishore Kusumakar on Friday advised people to be more cautious in order to stay safe from cyber criminals.

During a programme organised by the Calcutta Chamber of Commerce on the importance of cyber security, Kusumakar explained the challenges that police have to face during investigation of cyber crimes owing to the jurisdiction related issues.

Special CP informed that the cyber criminals always take advantage of the jurisdiction so that they can evade police. He also said that a large number of cyber criminals use Virtual Private Network (VPN) which acts like a layer between the offender and the police. Though it is not always impossible to break the VPN but many of such networks are from other countries. As they do not come under the Indian law, it is hard to get details from them.

Kusumakar advised people not to wait for getting into a trap laid by the cyber criminals. Instead he put more stress on spreading awareness. He said: "Awareness is the key. Rather than depending on the cops, people should make themselves more and more aware." This apart, Kusumakar informed that at present the penetration of Nigerian fraud gang is almost nil. However, the Jamtara gang is still operating and spreading its wings to cheat people.

ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণির বাংলা দৈনিক

আনন্দবাজার পত্রিকা

সাইবার-সতর্কতা

▶▶ দৈনন্দিন জীবনে, ব্যবসায় ইন্টারনেটের ব্যবহার বৃদ্ধির সঙ্গে প্রতি বছরেই দেশে সাইবার অপরাধের সংখ্যা বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে প্রতিটি সংস্থাকে তথ্য ও অর্থ সুরক্ষিত করতে আরও নিখুঁত পদক্ষেপ করতে হবে বলে শুক্রবার জানালেন বিশেষজ্ঞেরা। কলকাতার একটি বণিকসভার অনুষ্ঠানে সাইবার বিশেষজ্ঞ সন্দীপ সেনগুপ্ত জানান, ব্যবসা ও কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে অতীত যাচাই প্রয়োজন। কলকাতা পুলিশের স্পেশাল কমিশনার (২) হরিকিশোর কুমারকর বাংলাদেশের একটি ব্যাঙ্কের উদাহরণ দেন, যেখানে সংস্থার ভিতরের লোকই টাকা লোপাট করেছিলেন।

আজকাল

সাইবার নিরাপত্তা নিয়ে সভা

আজকালের প্রতিবেদন: সাইবার নিরাপত্তা নিয়ে সচেতনতামূলক সভা করল ক্যালকাটা চেম্বার অফ কমার্স। দেশে ১.১৫ বিলিয়ন ফোন এবং ৭০০ মিলিয়নের বেশি ইন্টারনেট ব্যবহারকারী রয়েছে। সাইবার নিরাপত্তা জাতীয় নিরাপত্তারই একটি অপরিহার্য অংশ। ন্যাশনাল ক্রাইম রিপোর্ট ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী ২০২১ সালে ৫২ হাজার ৯৭৪টি সাইবার অপরাধে মামলা হয়েছে। এদিন স্নাত্ত ভাষণ দেন চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি কিষানকুমার কেজরিওয়াল। বক্তব্য পেশ করেন কলকাতা পুলিশের বিশেষ কমিশনার হরিকিশোর কুসুমাকার, এসবিআইয়ের সহকারী জেনারেল ম্যানেজার কৃষ্ণমুর্তি চিদ্বর, ষেতান অ্যান্ড কোং-এর প্রিন্সিপাল অ্যাসোসিয়েট সুমন্ত্র বসু, ইন্ডিয়ান স্কুল অফ অ্যান্টি হ্যাকিং-এর সন্দীপ সেনগুপ্ত প্রমুখ। ভারত সরকারের সুরাষ্ট্রমন্ত্রকের অধীনে ইন্ডিয়ান সাইবার ক্রাইম কো-অর্ডিনেশন সেন্টার তৈরি হয়েছে। যার মাধ্যমে সাইবার অপরাধ ঠেকানো হচ্ছে।



দেশীয় সাইবার জালিয়াতি বাড়ছে

স্টাফ রিপোর্টার : নাইজেরীয়দের ছাপিয়ে এখন মাথা তুলেছে দেশীয় জামতাড়া গ্যাং। জামতাড়া ছাড়িয়ে তাদের আদলে সাইবার অপরাধ ছড়িয়ে পড়ছে দেশের বিভিন্ন জায়গায়। হরিয়ানার মেওয়াটেও রয়েছে সাইবার জালিয়াতদের গ্যাং।

শুক্রবার কলকাতার বণিকসভা ক্যালকটা চেম্বার্স অফ কমার্স-এর একটি অনুষ্ঠানে এই কথা জানান কলকাতার বিশেষ পুলিশ কমিশনার হরিকিশোর কুসুমাকার। তিনি বলেন, আইপি অ্যাড্রেসের মাধ্যমে বোঝা যায় যে, কোন কম্পিউটার বা ল্যাপটপ থেকে সাইবার অপরাধ ঘটানো হয়েছে। কিন্তু যে ধরনের প্রযুক্তি সাইবার অপরাধীরা ব্যবহার করছে, তাতে একাধিক স্তর তৈরি করার ফলে আইপি অ্যাড্রেস সহজে ধরা পড়ছে না। তা

অনেক ক্ষেত্রেই নাইজেরীয়রা ছাত্র ভিসা নিয়ে কলকাতায় আসেন। তাদের মধ্যেই অনেকেই ভিসা শেষ হওয়ার পর উধাও হয়ে যান। তাঁকে আর পাওয়া যায় না। ওই নাইজেরীয় ব্যক্তিই শেষ পর্যন্ত সাইবার জালিয়াতির সঙ্গে যুক্ত হন। কিন্তু জামতাড়ার জালিয়াতরা ছড়িয়ে পড়ছে বিভিন্ন রাজ্যে। বেশিরভাগ জালিয়াতি এখন তারাই করছে। গ্রামে বাসে তারা জোগাড় করছে ব্যাঙ্ক জালিয়াতি ও সাইবার জালিয়াতির গ্যাজেট। তবে বিভিন্ন সময় নাইজেরীয়রা সোশ্যাল মিডিয়ায় জাল প্রোফাইল তৈরি করে। কিডনি বিক্রির নাম করেও জালিয়াতি করেছে তারা। আবার এমনও দেখা গিয়েছে যে, একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির ছেলেকে ভাল হয়েছে তিনি কানাডায় ভাল চাকরি পেয়েছেন। তাঁকে

নিয়োগপত্রও দেওয়া হয়েছে। সিকিউরিটি ডিপোজিট চেয়েছিল সংস্থা। পুলিশকর্তাদের বেতনের স্তর থেকে সন্দেহ হয়। পরে জানা যায় যে, ওই সংস্থাটি জাল। জালিয়াতরা বছর দু'য়েক আগে হাই কোর্টের বিচারপতিকেও লটারিতে দু'লাখ টাকার টোপ দিয়ে মেসেজ পাঠিয়েছিল। এই অনুষ্ঠানে কীভাবে সাইবার জালিয়াতির হাত থেকে বাঁচতে হবে, সেই সম্পর্কে সতর্ক করেন সাইবার বিশেষজ্ঞ সন্দীপ সেনগুপ্ত। বিশেষ পুলিশ কমিশনার জানান, ৩০টি গুরুত্বপূর্ণ সাইবার মামলার সাজা হয়েছে। সারা রাজ্যে ৩০টি সাইবার থানা তৈরি হয়েছে। কলকাতা পুলিশও সাইবার অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পুলিশকর্মী ও আধিকারিকদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে।



महानगर में जामताड़ा और मेवाड़ गैंग ने फैला रखा है साइबर ठगी का जाल

सन्मार्ग संवाददाता

कोलकाता : महानगर में तेजी से बढ़ रहे साइबर अपराध की घटनाओं को अंजाम देने में मुख्य रूप से जामताड़ा और मेवाड़ गिरोह का हाथ है। बीते पांच वर्षों में जामताड़ा और मेवाड़ गिरोह के सदस्यों द्वारा अंजाम दिए गए 30 से अधिक मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है। हालांकि, साइबर ठग नए- नए तरीकों को अपना कर साइबर ठगी को अंजाम दे रहे हैं। शुक्रवार को कलकत्ता चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा साइबर सिक्योरिटी पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान कोलकाता पुलिस के स्पेशल कमिश्नर हरि किशोर कुसुमाकर ने कहा कि बीते पांच वर्षों में महानगर में साइबर ठगी की घटनाओं में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। वर्ष 2018 के पहले महानगर में साइबर ठगी के अधिकांश मामले नाइजीरियन गैंग के सदस्यों द्वारा किये जाते थे। नाइजीरियन गिरोह के सदस्य तकनीकी रूप से काफी



कलकत्ता चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा साइबर सिक्योरिटी पर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित किशन कुमार केजरीवाल, कोलकाता पुलिस के स्पेशल कमिश्नर हरि किशोर कुसुमाकर, एसबीआई के सहायक महाप्रबंधक कृष्णमूर्ति चित्तर, खेतान एंड कंपनी के प्रिंसिपल एसोसिएट सुमन बोस, इंडियन स्कूल ऑफ एंटी हैकिंग के निदेशक संदीप सेनगुप्ता, एसीआई के अध्यक्ष पी डी रंगटा

एडवांस हुआ करते थे। वे सट्टाबाजी करने के साथ ही फर्जी वेबसाइट बनाकर ठगी करते थे। इसके अलावा वे एटीएम ठगी जैसे बड़ी घटनाओं को भी अंजाम देते थे।

कई प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी धोखाधड़ी : इन गिरोह के सदस्यों ने आम लोगों के साथ ही कई प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी धोखाधड़ी की घटनाओं को अंजाम दिया। हरि किशोर कुसुमाकर

ने बताया कि यह नाइजेरियाई ठग वीजा की अवधि खत्म हो जाने के बाद भी अंडग्राउंड हो जाया करते थे और साइबर अपराध की घटनाओं को अंजाम दिया करता थे।

हालांकि, वर्ष 2018 के बाद जामताड़ा गिरोह के सदस्यों द्वारा महानगर में अधिकांश साइबर अपराध की घटनाओं को अंजाम दिया जाने लगा। स्पेशल कमिश्नर ने बताया कि अधिकांश जामताड़ा

गिरोह के सदस्य काफी कम पढ़े लिखे थे। जामताड़ा गिरोह के सदस्य लोगों को कॉल कर उनसे बैंक की जानकारी हासिल कर उनसे ठगी किया करते थे। हालांकि, कुछ वर्षों बाद इस गिरोह के सदस्य एनी डेस्क और टीम व्यूअर की सहायता से लोगों के मोबाइल का कंट्रोल अपने पास लेने लगे और उसके माध्यम से ठगी की घटनाओं को अंजाम देने लगे।

सेक्सटॉर्शन की घटनाओं को अंजाम दे रहा है मेवाड़ गैंग

कुसुमाकर ने बताया कि कुछ वर्षों में महानगर सेक्सटॉर्शन की घटनाओं में तेजी आई है। इस दौरान किसी व्यक्ति के मोबाइल पर वीडियो कॉल स्क्रीन रिकॉर्ड कर लिया जाता इसके बाद उस व्यक्ति को कॉल कर वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी कर उससे रुपये ठगे जाते हैं। तरह की घटनाओं की जांच दौरान मेवाड़ गैंग के सदस्यों गिरफ्तार किया गया। इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए व्यक्ति को अपने मोबाइल का कैमरा ढक लेना चाहिए, साथ धमकी मिलने पर भी रुपये देने चाहिए।

शुक्रवार नहीं आयेगा

प्रभात खबर

आपना शहर



तिथि : चतुर्थी तिथि रात्रि 6.48 तक उपरांत एवमी तिथि
 लक्ष्य : भरणी नक्षत्र दिवा 3.36 तक उपरांत कृत्तिका नक्षत्र
 पक्ष : शुक्ल, मास- वैश्व, विक्रम संवत्- 2080, शक संवत्- 1945
 वंशला : तारीख- 10, दिन- शनिवार, मास- वैश्व, बंगाल- 1429.

कोलकाता

आज सूर्यास्त 05:54 बजे

कल सूर्योदय 05:40 बजे

महानगर में सक्रिय हैं जामताड़ा और मेवाड़ गैंग के ठग



□ साइबर ठगी के मामले में नाइजोरियन से भी आगे निकलने का लक्ष्य है।
 □ कलकत्ता चेंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यक्रम में बोले संश्लाल शीपी हरिकेशोर कुसुमाकर

कोलकाता: महानगर के लोगों को फंसे कर उन्हें विभिन्न तरह का प्रलोभन देकर उनसे मोटी रकम उतारवाने नाइजोरियन को पीछे छोड़कर पिछले कुछ वर्षों से पड़ोसी राज्य झारखंड के जामताड़ा गैंग और हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर के पास स्थित मेवाड़ गैंग के सदस्य इन दिनों साइबर फ्राड के मामले में कोलकाता पुलिस के सिरदर्द बने हुए हैं। महानगर में कलकत्ता चेंबर ऑफ

कॉमर्स की ओर से "इंफॉर्टिस ऑफ साइबर सिक्योरिटी इन द ग्रेडिंगा डिजिटल इंटरफेस" विषय पर आयोजित कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि कोलकाता पुलिस के संश्लाल कामिभर हरिकेशोर कुसुमाकर ने यह

बातें कही। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 से पहले तक नाइजोरियन देशभर के विभिन्न शहरों की तरह कोलकाता में भी पढ़ाई करने बीजा लैकर आते थे, जहां आने के बाद वे विभिन्न तरह के साइबर क्राइम की वारदातों को अंजाम देकर लोगों से मोटी रकम उतारते थे, बीजा की अवधि खत्म होने के बाद उन्हें वे यहां से नहीं जाकर विभिन्न ठिकानों में छिप जाते थे। लॉटरी में मोटी रकम जीतने का प्रलोभन, विदेश

में किसी ने आपके नाम पर वशीयत में मोटी रकम के जायदाद छोड़ जाने का प्रलोभन के चक्कर में पड़कर लोग आगे दिन अपनी जमापूंजी गंवाने थे, पुलिस की बढ़ती कार्रवाई के कारण वर्ष 2018 के बाद वे पूरी तरह से निष्क्रिय हो गये। इसके बाद साइबर धोखाधड़ी में झारखंड का जामताड़ा गैंग और मेवाड़ गैंग के सदस्य कुछ वर्षों से पुलिस को परेशान कर रहे हैं, लगातार विभिन्न तरह के साइबर अपराधों को अंजाम देने के आरोप में वे बड़ी संख्या में पकड़े भी जा रहे हैं, लोगों को ऐसे प्रलोभन और झोस से सतर्क रहने की जरूरत है, पुलिस के अलावा बैंक की तरफ से भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लोग अगर सतर्क रहें, तो वे शक्ति आगे भी अपने मसलों में कामयाब नहीं होंगे। इस मौके पर शिडियन स्कूल ऑफ एट्रो कैम्प के निदेशक संदीप सेन गुप्ता ने भी साइबर धोखाधड़ी से सतर्क रहने की कला, कार्यक्रम में भारतीय स्टेट बैंक (एचडी) के इकोमैशन सिक्योरिटी ऑफिसर कुशमूर्ति चितौड़ और खेतान एंड कम्पनी के प्रिंसिपल एमएसएच सुमंत्र बोस ने भी अपने विचार रखे, इस कार्यक्रम में कलकत्ता चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष किशन कुमार केजरीवाल और एसीएच के अध्यक्ष पीसी रूनाटा ने अतिथियों को सम्मानित किया।

दैनिक विश्वामित्र



कलकत्ता चेम्बर ऑफ कामर्स द्वारा 'साइबर सुरक्षा' विषय पर आयोजित परिचर्चा सत्र में संदीप सेनगुप्ता, सुमंत्र बोस, कृष्णमूर्ति छिट्टर, कोलकाता पुलिस के स्पेशल कमिश्नर हरिकिशोर कुसुमाकर, चेम्बर अध्यक्ष किशन कुमार केजरीवाल तथा पी डी रूंगटा। विश्वमित्र

METRO

MEDICINE TO IMPROVE HEALTHCARE ACCESS P7 ● RIDE

CALCUTTA MONDAY 27 MARCH 2023

Security experts share tips at conference

Know cybercrimes and how to stay safe

OUR SPECIAL
CORRESPONDENT

Calcutta: Video-call black-mails, loan fraud apps, and duping people with threats of disconnecting power supply and into sharing device screens have become the most reported frauds, security experts said at a recent conference on cybercrime.

Senior cybercrime experts and police officers who attended the conference said it was important for professionals and others to remain cautious against cybercrimes and hackers.

Here is a list of the various types of cyber frauds most frequently reported to law enforcement agencies and the ways to counter them.

■ **Video-call blackmail:** Experts said one of the most reported cases of cybercrime in the recent past has been "video-calling for blackmail".

"In this type of fraud, fraudsters approach their targets through social media from fake profiles and befriend them. Then they start video-chatting and take a screenshot of the conversation. The victim's picture in the screenshot is then morphed with the picture of a nude person. The victim is then blackmailed for money with the threat that the morphed picture would be published on social media," said Sandeep Sengupta, director, Indian School of Anti-Hacking (ISOAH), who was one of the attendees at the

ONLINE SAFETY

- Do not share OTP with strangers
- Do not install remote access apps on being told by strangers
- Do not install loan apps
- Keep front camera of mobile phone covered with a sticker
- Never accept friendship requests from an account where the oldest uploaded photo is not more than a month old
- Activate two-factor authentication for your email and social media accounts
- In case of any fraud, inform cops and the bank immediately

cyber security programme organised by the Calcutta Chamber of Commerce.

Sengupta said the solution is to cover the front camera of the phone with a sticker. "Even if a video call starts accidentally, they cannot see you. If you fall victim to such a fraud, just WhatsApp them that you have sent their number to the police cyber cell and block the number," Sengupta said.

■ **Loan-app fraud:** According to police records, many persons fall prey to loan app frauds by downloading loan apps and allowing access to the personal details stored on

their phones.

"While downloading a loan app, the software seeks permission for gaining access to the image gallery, contact list and location of your phone. Many apps cannot be installed unless the user grants the permission. Ideally, one should not download such apps," Sengupta said.

In this type of fraud, the data accessed by the loan app software are used to contact persons on the "contact list" for sharing misinformation about the victim and black-mailing him or her to shell out money.

■ **Screen-sharing fraud:** "Fooling the victim into screen sharing is the easiest way to gain access to his or her phone. Fraudsters send messages to their victims telling them that their electricity bill is pending and the supply will be disconnected within hours if the dues are not paid by clicking a link in the message. Once the link is clicked, the fraudsters get access to the screen of the victim's device and the data stored on it. The data is then used to transfer money from the victim's account," a cyber security expert said on the sidelines of the event. "Such fraudulent messages, containing similar links, also ask for urgent KYC updation," the expert said.

Hari Kishore Kusumakar, special commissioner of police, Calcutta, attended the event and emphasised the need to create awareness on cybercrimes.